তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৭/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ইমরান হোসেন
পিতা-মৃত দৌলত হোসেন মিয়া
বর্তমান ঠিকানা-২৭৯
পূর্ব হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
প্রধান তথ্য কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী
ফার্মগেট, ঢাকা ।

রায়

তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১৫ ইং

কমিশন সভার ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৪-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ হাজির। অধিকতর শুনানীর জন্য ২৯-০৫-২০১৬ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ ইমরান হোসেন এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী ০৯-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর অধিন দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম নিবিড়করণ প্রকল্প হতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং আইএআইএস/৩৭০, তারিখ-২৬-০৯-২০১৩ এর মাধ্যমে প্রামাণ্য-চিত্র এবং টিভি স্পট তৈরীর বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজ পত্রাদির কপি প্রয়োজন-

১) দরপত্রের জন্য গঠিত মূল্যায়ন কমিটির নামের তালিকার (পদবীসহ) সত্যায়িত কপি।
২) যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারিগরি দিক বিশ্লেষণের (নম্বরের ছক) এর সত্যায়িত কপি।
৩) দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দাখিলকৃত পান্ডুলিপির মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের প্রত্যেকের নামের বিপরীতে প্রাপ্ত নম্বরের ছক এর সত্যায়িত কপি।
৪) উক্ত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান এর দাখিলকৃত কাগজ পত্রের সত্যায়িত কপি।
৫) উক্ত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত প্রতিটি প্রামাণ্য চিত্র এবং টিভি স্পট এর লেখক, পরিচালক এবং অভিনেতা/অভিনেত্রীর নামের তালিকার কপি।
৬) ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরে দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম নিবিড়করণ প্রকল্প হতে-প্রামাণ্য চিত্র এবং টিভি স্পট তৈরীসহ মিডিয়াতে প্রচারমূলক অন্য কোন দরপত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং-১ হতে ৫ পর্যন্ত উল্লেখিত কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি।

উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২২-১২-২০১৪ ইং তারিখে কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, প্রধান তথ্য অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা স্মারক নংঃ ২১৬৯ এর মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। সরবরাহকৃত তথ্যের মধ্যে আইএআইএস প্রকল্পের ২৬.০৯.২০১৩ তারিখের ৩৭০ নং দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রের (যা পূর্ববর্তী ৫ নং ক্রমিকে চাহিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট) পরিচালক ও রচয়িতার বিষয়ে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে অভিযোগকারী ২৯-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ না করে বরং কালক্ষেপন করেছেন । পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হলেও তা অসম্পূর্ণ এবং মিথ্যা উল্লেখ করে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫(১)(ক) এর সাথে ধারা ১৩(১)(ক) এর ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করা হয় । তিনি তার অভিযোগ সম্পর্কে আরো বলেন যে, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সম্পর্কিত প্রামাণ্য চিত্রের কৃষি মেলায় প্রদর্শিত ছবিতে পরিচালক ও রচয়িতা হিসেবে কৃষি সার্ভিসে কর্মরত জনাব মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকীর নাম রয়েছে । কিন্তু ২২-১২-২০১৪ তারিখের উল্লিখিত ২১৬৯ নং স্মারকে রচনা ও পরিচালনায় 'দূরন্ত' মর্মে জানানো হয়েছিল ।

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা এর প্রধান তথ্য অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এর বক্তব্য

তথ্য কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃষিবিদ মিজানুর রহমান স্মারক নং ২১৬৯ তারিখ: ২২-১২-২০১৪ এর মাধ্যমে সরবরাহ করেছেন । সরবরাহকৃত সকল তথ্যাদি সঠিক মর্মে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে কমিশনের নিকট মৌখিক প্রার্থনা করেন । তিনি তার লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন যে, "সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও ফিলারের লেখক ও পরিচালকের তথ্যাদি দরপত্রের সাথে জমা না থাকায় এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সরবরাহের সুযোগ ছিল না, তথাপিও অনুমোদিত পান্ডুলিপি ও সরবরাহকৃত ডিভিক্যাম ক্যাসেটের মূল কপি ও ডিভিডি মূলকপি দেখে তাদের নাম সহ চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কার্যাদেশ মোতাবেক চলচ্চিত্র ও টিভি ফিলার নির্মাণের কাজটি এ দপ্তরের ফিল্ম প্রোডাকশন অফিসার জনাব মোসলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী এর তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে । পান্ডুলিপি সংশোধন, শিল্পী নির্বাচন, শুটিং তদারকি ও পোস্টপ্রোডাকশন কাজে নিবিড়ভাবে তাকেই সম্পৃক্ত থাকতে হয় । এটি তার সরকারী দায়িত্ব । পর্দায় তার এবং অন্যান্য কর্মকর্তার নাম থাকাই স্বাভাবিক । উল্লিখিত " বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট" ডকুড্রামায় কোথাও তার নাম নেই । তবে ধারণা করা যাচ্ছে, উক্ত প্রামাণ্যচিত্রের পোস্টপ্রোডাকশন কাজ চলাকালীন সময়ে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত রাফকাট্ অভিযোগকারী জনাব মোঃ ইমরান হোসেন কারো মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকতে পারেন । সেই রাফকাটে ফিল্ম প্রোডাকশন অফিসারের নাম থাকতে পারে । নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রাফকাট সরবরাহ করেন প্রাথমিকভাবে চিত্রটির খুঁটিনাটি ভুল-ভ্রান্তি দেখার জন্য । রাফকাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সংশোধনের পর ফাইনাল কপি সরবরাহ নেয়া হয় । এসব সংশোধন করেই ফাইনাল কপি সরবরাহ নেয়া হয়েছে । সরবরাহ নেয়া মূল কপিতে ফিল্ম প্রোডাকশন অফিসারের নাম নেই এবং মেলায় প্রদর্শিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বিষয়ক ডকুড্রামার কপিতেও তার নাম পাওয়া যায় নি । জনাব মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী কখনোই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন না । তিনি পান্ডুলিপি মূল্যায়ন সাব কমিটির একজন সদস্য মাত্র। " তিনি তার জবাবের সমর্থনে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ডকুড্রামার অনুমোদিত মূল পান্ডুলিপি ও শুটিং স্ক্রীপ্ট, সংরক্ষিত মূল ডিভিডি কপি, মেলায় প্রদর্শনের ডিভিডি কপি দাখিল করেন ।

কৃষি মেলায় প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট ডকুড্রামার ছবিতে দূরন্ত এর পরিবর্তে জনাব মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী এর নাম থাকার বিষয়ে কমিশনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তিনি হাজির হয়ে মৌখিক বক্তব্য পেশ করেন এবং পরে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন । তিনি তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, " আমি মোঃ মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী, ফিল্ম প্রোডাকশন অফিসার, কৃষি তথ্য সার্বিস,২০১৪ সনে নির্মিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বিষয়ে ডকুড্রামা নির্মাণকালে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে শুটিং স্পটে গিয়ে আমার সরকারী দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র । যেহেতু এটি একটি কারিগরি বিষয় বিষয়ভিত্তিক কাজ তাই এর তথ্যগত ভুল না হয়

এবং নির্মিত ডকুড্রামাটি মানসম্মত হয় সে দিক খেয়াল রেখে শুটিং ইউনিটকে খুঁটিনাটি পরামর্শ দিয়েছি । তাদেরকে আমি কখনোই আমার নাম রচনা ও পরিচালনায় সংযুক্ত করতে বলিনি, এবিষয়টি আমি হলফ করে বলতে পারি । আরো হলফ করে বলছি এটি আমার লেখা নয় । নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কাজ পাওয়ার পর আমি নির্মাণ কাজে সহায়তা করেছি যা আমার দায়িত্ববোধ থেকে করেছি । ড্যামিকপিতে আমার নাম থাকার পর এটি সংশোধন করে মুলকপি জমা দিতে বলেছি । নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প পরিচালকের নিকট তাই জমা দিয়েছেন । মেলায় দেখানো কপিটি আমি সংগ্রহ করে দেখেছি এটিতে আমার নাম নাই । মেলার কপিতে একসাথে তিনটি প্রামাণ্যচিত্র ছিল । বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এর একটি । জনাব মোঃ ইমরান হোসেন আমাদের কারো কম্পিউটারে অথবা প্যানেলে রাখা ড্যামিকপি সংগ্রহ করে থাকতে পারেন বলে আমার মনে হয় । এটি মূলকপি নয় । 'দূরন্ত' ছদ্ম নামে কেন লিখেন এমন প্রশ্ন আমি নাট্যকারকে করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন," রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে লিখতে পারেন,'বনফুল' ছদ্মনামে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় লিখে থাকেন, তাহলে আমি লিখলে দোষ কি ?"

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে সহায়তাকারী ফিল্ম প্রোডাকশন অফিসার এর বক্তব্য এবং উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত ফিল্মের কপি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ফিল্মের কপিতে ফিল্মের রচনা ও পরিচালনায় ফিল্ম প্রোডাকশন অফিসার জনাব মোঃ মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকীর নাম রয়েছে । অন্যদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ফিল্মের কপিতে রচনা ও পরিচালনায় 'দূরন্ত' নামটি দেখা যায় । মূল ফিল্মের ড্যামি কপিতে জনাব সিদ্দিকীর নাম থাকার পর তিনি এটি সংশোধন করে মূল কপি জমা দিতে বলেছেন মর্মে কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে তদনুযায়ী মূল কপি জমা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মূল কপি প্রদর্শন না করে ড্যামি কপি মেলায় প্রদর্শিত হয়ে থাকলে তা তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের আওতা বহির্ভূত এবং বিভাগীয় তদন্তের বিষয় বলে তথ্য কমিশন মনে করে । এ বিষয়ে বিভাগীয়ভাবে পূর্ণাংগ তদন্তপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তথ্য কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। ফিল্মের মূল কপিতে রচনা ও পরিচালনায় 'দূরন্ত' নামটি অন্তর্ভক্ত থাকায় লিখিতভাবে সরবরাহকৃত তথ্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্বক বিবেচনায় সরবরাহকৃত তথ্য ভুল বা মিথ্যা মর্মে প্রতীয়মান না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন কে অব্যাহতি দেওয়া হলো ।

২। জাতীয় ফল প্রদর্শনী মেলায় মূল ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন না করে কেন ড্যামি কপি (যাতে রচনা ও পরিচালনায় জনাব মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী এর নাম রয়েছে) প্রদর্শন করা হলো এ বিষয়ে পূর্ণাংগ তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

৩। যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, সেহেতু অভিযোগটির বিষয়ে তথ্য কমিশনের আর কিছু করণীয় না থাকায় এতদ্বারা খারিজ করা হলো ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার